samakal.editorial@gmail.com

অর্থনীতিতে জরুরি করণীয়

পরিকল্পনা | ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

অর্থনীতিবিদ; বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর

আমি মোটা দাগে বাংলাদেশের অর্থনীতির কয়েকটি খাত নিয়ে এখানে আলোচনা করব। প্রথমেই পোশাকশিল্পের কথা। আগামী পাঁচ থেকে ১০ বছর তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার খাত হতে পারে কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য নির্মূল তথা আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধি আনয়নের হাতিয়ার। বর্তমানে এ খাতের রফতানি আয় ২১০০ কোটি মার্কিন ডলার। মজুরির উচ্চমূল্যের কারণে গণচীন তার ১৪০০০ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার রফতানির বাজার ছেড়ে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। তাই ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে লড়াই করে ২০১৯ সালে তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার রফতানি আয় ৩৫০০ কোটি ডলারে এবং ২০২৪ সালে ৬০০০ কোটি ডলারে বাড়ানো সম্ভব। বাংলাদেশে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে আগের বছরের তুলনায় তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার রফতানিতে উৎসাহব্যঞ্জক প্রবৃদ্ধি ঘটেছে: জুলাই +২৬.১৩%, আগস্ট +৫.৫১%, সেপ্টেম্বর +৪১.৫৮, অক্টোবর +২.৯৩ ও নভেম্বর +২৯.৫৪। সামগ্রিকভাবে অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসের প্রবৃদ্ধি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ২০.৭৪ ভাগ (দ্য অ্যাপারেলস স্টোরি ডিসেম্বর ২০১৪)। শ্রমিকদের বাসস্থান, সর্বজনীন চিকিৎসা সুবিধা ও যাতায়াত সহায়তা, সন্তানদের শিক্ষাব্যবস্থা, জীবন ও স্বাস্থ্য বীমা গঠন এবং 'শ্রম যার নেতৃত্ব তার' ভিত্তিতে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের সুযোগ দিলে এ তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার থেকে দেশ আরও বেশি অবদান আশা করতে পারে। তাজরীন ফ্যাশন হত্যাকাণ্ডের বিচার কাজ এবং রানা প্লাজায় আকাশ কমিটি সুপারিশকৃত যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ দ্রুতগতিতে সমাপ্ত করে সর্বাত্মক প্রয়াস নিতে পারলে বিশ্ববাজারের বাড়তি অংশ দখলের কাজ সহজ হবে। উদ্যোক্তাদের স্থানান্তরে জমির মূল্য ও উচ্চ সুদসহ অন্যান্য সমস্যা সমাধানে সরকারকে মনোযোগী হতেই হবে। আবার রফতানি গন্তব্য ও ডিজাইন বিষয়ে বহুমুখিতা এবং সুতাকাটা ও বস্ত্র তৈরিতে ব্যাপক অগ্রগতি মাধ্যমে রুলস অব অরিজিনে সুবিধাজনক অবস্থানে গিয়ে তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যারের স্বর্ণভাণ্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করা সম্ভব। এতে কমে যাবে ৪২ দিনের লিড টাইম। বাড়বে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান। শ্রম ও শ্রমজীবীর সামগ্রিক মর্যাদা বাড়ানো প্রয়োজন। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই।

পদ্মা সেতু নির্মাণ : সরকারের ২০০৯-১৩ সময়কালের একটি বড় প্রতিশ্রুতি পদ্মা সেতু নির্মাণের মূল কাজ নানা বিরোধ ও বিতর্কে এখনও শুরু হয়নি। সরকারিভাবে বলা হচ্ছে, জুন ২০১৪ সালে সেতুটির মূল কাজ নিজস্ব অর্থায়নে শুরু হবে। অন্য অনেকের মতো আমিও মনে করি, ডিজাইনের পূর্ণতা, দক্ষ নির্মাণ প্রতিষ্ঠান তথা কন্ট্রাক্টর আকর্ষণের শক্তি, তত্ত্বাবধানের মুনশিয়ানা এবং অত্যন্ত সহজ শর্তের (প্রায় মঞ্জুরি) আইডিএ ঋণপ্রাপ্তির সুযোগ গ্রহণে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় পদ্মা সেতু নির্মাণ করাটাই সর্বোত্তম বিকল্প। সম্ভবত বিশ্বব্যাংক এখনও তাদের জন্য প্রেস্টিজ ইস্যু এই বৃহদাকার প্রকল্পে ফিরে আসার উপযুক্ত ডাক আশা করছে। যদি তা সম্ভব না-ই হয়, তাহলে ঘোষিত রিজার্ভ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে কাজ শুরু করা যায়। প্রাথমিকভাবে রিজার্ভ থেকে ব্রিজিং লোন নেওয়া যাবে এবং পরে প্রবাসীদের কাছ থেকে ইকুইটি মূলধন হিসাবে সম্পদ সংগ্রহ করে তা পরিশোধ করা যেতে পারে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি : একটি চেইনের সবচেয়ে দুর্বল রিংটি নাকি তার সামগ্রিক শক্তি নিরূপণ করে। অনুরূপভাবে দেশবাসীর জীবনযাত্রার মান নির্ণয়ে এবং আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডের গতি নির্ধারণে একটি বড় বাধা বিদ্যুৎশক্তির অপ্রতুলতা। গত পাঁচ বছরে বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন সক্ষমতা দ্বিগুণ হয়েছে। প্রকৃত সঞ্চালনের পরিমাণ ৮০০০ মেগাওয়াট। প্রায় স্থাবলম্বী। আগামী পাঁচ-দশ বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে, এ কারণে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের তাগিদে 'ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর' প্রতিশ্রুতি বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সঞ্চালনে ভিন্ন ধাঁচের মহাপরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে। এ বিষয়ে বাংলাদেশের জ্বালানির কয়েকটি বিকল্প নিয়ে ভাবতে হবে। জানতে হবে কোন জ্বালানির ব্যবহার বেশি লাভজনক হবে। পৃথিবীতে মাত্র ২১ ভাগ

বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় গ্যাসে; সে তুলনায় বাংলাদেশে ৮৫ ভাগ বিদ্যুৎ আসে গ্যাস জ্বালানিতে। অত্যন্ত সাশ্রয়ী মূল্যে গ্যাস পাওয়া বিদ্যুৎ উৎপাদনকারীরা হেলাফেলায় মাত্র ৩৭ ভাগ উৎপাদনশীলতায় বিদ্যুৎ উৎপাদন করেন। মূল কারণ মান্ধাতার আমলের রোটেটর। অথচ গ্যাসের অভাবে শিল্প-কারখানার চাকা চলে না সবসময়। সার উৎপাদন হয় বিঘ্নিত। বিদ্যুতের জ্বালানির একটি বিকল্প হতে পারে জলবিদ্যুৎ। বড় পরিসরে ত্রিদেশীয় নেপাল-ভারত-বাংলাদেশের সহযোগিতায় জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ আরও জোরেশোরে শুরু করতে হবে। সরকার পরমাণু শক্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পথেও পা বাড়িয়েছে। তবে উৎপাদন খরচ ও নিরাপত্তাজনিত একটি উৎকণ্ঠা লেগেই আছে। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ নিয়েও দ্বিধাদ্বন্দ্ব বিতর্ক বেশুমার। সনাতনী খনি পদ্ধতির উৎপাদনশীলতা শতকরা ২০ ভাগ। জার্মানি বা ইউরোপে পানির স্তর ১০০ ফুট নিচে, তাই খনি পদ্ধতি কার্যকর। বাংলাদেশের পানি ১০-১২ ফুট নিচে। তাই খনি পদ্ধতি অসম্ভব। আরেকটি পদ্ধতি উচ্চ প্রযুক্তি ব্যবহার করে কয়লার নির্যাস আহরণ করে বিদ্যুৎ উৎপাদন। উন্মুক্ত খনিমুখে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন তথা ওপেনপিট পদ্ধতি। যার উৎপাদনশীলতা শতকরা ৮৫ ভাগ।

এদিকে জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ও অর্থনীতিবিদরা বাংলাদেশে ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রতি মেগাওয়াট বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ নির্ধারণ করেছেন নিম্নরূপ: দেশি কয়লা ৪-৬ টাকা, আমদানিকৃত কয়লা ৭-৮ টাকা, আমদানিকৃত তেল ও এলএনজি ৮-১০ টাকা এবং ডিজেল ও ফার্নেস অয়েল ১২-১৪ টাকা।

তবে আগামী দু'তিন বছরে তেলের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হচ্ছে। সুতরাং পরিবেশ বিতর্ক, জনসাধারণকে সরানো এবং পুনর্বাসনের বিশাল কর্মকাণ্ড এবং ফসলি জমির ক্ষয় ইত্যাকার বিষয় বিবেচনায় এনেই দেশি কয়লায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিষয়ে মুক্তমনে আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অর্থবছর পরিবর্তন : পঞ্চাশের দশকে পাকিস্তানি শাসককুল তাদের গম ফসলের পঞ্জিকার সঙ্গে মিল রেখে জুন-জুলাই অর্থবছর চালু করে। বর্তমানে অর্থবছরের শেষ তিন মাস এপ্রিল-মে-জুন ঝড়-বৃষ্টি-বাদল-বন্যা ধ্বংসের সময়। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির একটি বড় অংশ রাস্তাঘাট নির্মাণ, সংস্কার ও মেরামতের কাজ এবং স্কুল-কলেজ নির্মাণে ব্যয় হয়। ১৪ ফেব্রুয়ারির সমকালের শিরোনাম 'বর্ষার অপেক্ষায় পাউবো!' উচ্চকণ্ঠে বলে দিচ্ছে জানুয়ারি-ডিসেম্বর অর্থবছরের যৌক্তিকতা। অনুরূপভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে সপ্তাহে পাঁচ দিনের সরকারি কাজকর্ম সোম থেকে বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৮টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা (আধঘণ্টার নামাজ ও মধ্যাহ্নভোজের বিরতি) এবং শুক্রবারের সকাল সাড়ে ৮টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা– সর্বসাকল্যে সাড়ে ৩৪ ঘণ্টার কর্মসপ্তাহ। এতে বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের সর্বোচ্চ সুবিধা হবে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দু'দিনের সময় সাশ্রয় হবে। সরকারের একদিনের তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ বাঁচবে এবং কিছুটা হলেও কমবে যানজট ও পরিবেশ দূষণ।

বাংলাদেশের আয়তন বাড়ানো : গ্রিনহাউসের নেতিবাচক প্রভাবে গ্লোবাল ওয়ারমিংয়ের ফলে সমুদ্র পানির উচ্চতা বেড়ে যাবে বলে প্রচার দীর্ঘদিনের। এতে নাকি মালদ্বীপ দেশটি সম্পূর্ণ সমুদ্রগর্ভে চলে যাবে আর বাংলাদেশের শতকরা ৩৭ ভাগ সমুদ্রে বিলীন হয়ে যাবে। এ ধরনের প্রচারের কোনো বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা বা প্রমাণ নেই। বরং বাংলাদেশের গত ৬ দশক ধরে যে অল্প অল্প ভূমি জেগে উঠছে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে তা অত্যন্ত স্পষ্ট। এভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ভেসে ওঠা জমি বাঁধ দিয়ে উদ্ধার করে নেদারল্যান্ডস, সিঙ্গাপুর ও মালদ্বীপ তাদের দেশের আয়তন বৃদ্ধি করেছে। খুবই ব্যয়বহুল কাজ বটে। তবে বাংলাদেশের জন্য জরুরি প্রয়োজন। সমুদ্রের পানির স্তর কমে যাওয়ার কারণে বাংলাদেশে যে অতিরিক্ত জমি ভেসে উঠেছে বা অদূর ভবিষ্যতে উঠবে তা থেকে আরও একটি বাংলাদেশের সমপরিমাণ এলাকা সংযুক্তি সম্ভব (মো. আলী যুবাইর, দ্য ইনডিপেন্ডেন্ট, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪)। এ ক্ষেত্রে চিন্তা-ভাবনা, অর্থ ও কারিগরি সহায়তা পাওয়ার প্রচেষ্টা শুরু করা যেতে পারে। গভীর সমুদ্রবন্দরের নির্মাণ কাজ পাওয়ার বিনিময়ে গণচীন বা আগ্রহী অন্য দেশগুলো এ প্রকল্পে আগ্রহী হতে পারে।

সম্পদ ম্যাপিং ও বিনিয়োগ : ঐশ্বর্যশালী, সুষম বণ্টনপ্রবণ, গণতান্ত্রিক, মানবসম্পদে সমৃদ্ধ গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক জঙ্গিবাদমুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হলে বাহাত্তরের আদলে একটি শক্তিমান পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা জরুরি। প্রয়োজন পশ্চিমকে না চটিয়ে পূর্বমুখী সম্পর্ক জোরদারের নীতির অব্যাহত অনুসরণ। আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করে গণচীন, ভারতবর্ষ, মিয়ানমারসহ অন্যান্য প্রতিবেশীর সঙ্গে 'দেব আর নেব মিলাব মিলিব' ভিত্তিতে অর্থনীতির পরিপূরক শক্তিগুলোকে ক্রিয়াশীল করে অবকাঠামো, বিদ্যুৎ, পানি, বন্দর, গভীর সমুদ্রবন্দর, পদ্মা সেতু, জল, স্থল ও রেলপথের অবকাঠামো গড়ে সত্যিকারের অগ্রগতি সাধনে তৎপর হওয়া। নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ওপর কর্মকাণ্ড শুরু করতে পারে ক্ষমতায়িত পরিকল্পনা কমিশন:

কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধন প্ল্যান্ট সংবলিত চামড়াশিল্পকে আগামী ৬ থেকে ৯ মাসে সাভারে স্থানান্তর করা। নিমতলীর রাসায়নিক শিল্প স্থানান্তর করা।

দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে ঝুলে থাকা কোরিয়ান ইপিজেডের অনুমোদন ত্বরান্বিত করা। গত এক বছরে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগে যে চমৎকার অগ্রগতি হয়েছে (১৬৩ কোটি মার্কিন ডলার) কেইপিজেডের অনুমোদন একটি ইতিবাচক সংকেত দিয়ে তাতে বিপুল শক্তি জোগাবে।

কৃষিপণ্যভিত্তিক স্বল্প সময়ে উৎপাদনে যাওয়া, সহজ প্রযুক্তি, ন্যূনতম মূলধন এবং বিপুলভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী অতিক্ষুদ্র (মাইক্রো), ক্ষুদ্র (স্মল) ও মধ্যম (মিডিয়াম) উদ্যোগের নীতিকৌশল নির্ধারণ করা।

প্ল্যানিং কমিশনে তিন বছর ধরে ঝুলে থাকা ইস্টার্ন রিফাইনারির ক্ষমতা তিনগুণ বৃদ্ধি করা।

মোট বিদ্যুতের অন্তত শতকরা ১০ ভাগ সৌর, বায়োগ্যাস, পবন ও অন্যান্য নবায়নযোগ্য শক্তিমাধ্যমে উৎপাদনের প্রকল্প প্রণয়ন।

যুক্তরাষ্ট্রের আদলে উদ্যোক্তা তৈরি করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইনকিউবেটর স্থাপন করা।

শিল্প উৎপাদন ও রফতানি বহুমুখীকরণে উদ্যোগ নেওয়া।

সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীকে আরও কার্যকর ও বিস্তার করার মানসে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে সমাজ উন্নয়ন মন্ত্রণালয় করা এবং বিশেষ করে প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিকদের বিষয়ে উদ্ভাবনী, কর্মবহুল ও ভিন্ন রকম নীতিকৌশল গ্রহণে সহায়তা দান।

কোনো রিজারভেশন ছাড়া জাতিসংঘের সিডও সনদ অনুসমর্থন করা; অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারী অংশগ্রহণ ১৯৭২ সালের শতকরা ০৩ ভাগের তুলনায় এখন শতকরা ৩৬– এটাকে আরও উদ্ভাবনী সজ্ঞান প্রচেষ্টায় শতকরা ৫০ ভাগে উন্নীত করা।